উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)

তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(১৭ বৈশাখ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র অধিশাখা

তারিখ: ০৫ ~~জ্যৈষ্ঠ~~ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ১৯ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪৬৭ এতদ্বারা উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত) জারি করা হলো।

উপক্রমণিকা : চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনাম : এ নীতিমালা 'উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২' (সংশোধিত) নামে অভিহিত হবে।

অনুদানের সংখ্যা :

১. প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে **প্রামাণ্যচিত্রসহ** সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তন্মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক)টি হবে শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. তবে কোনো বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদান প্রদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

অনুদানের অর্থ :

৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে অনুদান নীতিমালার আওতায় সর্বোচ্চ **৬০ (ষাট) লক্ষ** টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে। এছাড়া সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র বিএফডিসিতে নির্মাণের সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাঁদের সার্ভিস চার্জে ৫০% ছাড় দিতে পারে।

৪. অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত চলচ্চিত্রের গল্প লেখক ও চিত্রনাট্যকারকে (সমহারে বিভাজ্য) সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া :

৫. চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে;

৬. অনুদান প্রাপ্তির জন্য বাছাইকৃত এবং অনুমোদিত চলচ্চিত্র প্রযোজককে 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২' (সংশোধিত) নীতিমালার আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে;

৭. অনুদান প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করার জন্য একটি অনুদান প্রদান কমিটি ও একটি অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে:

(ক) **অনুদান কমিটিঃ** তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সর্বোচ্চ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট অনুদান কমিটি গঠন করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন/অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদস্য এবং অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন;

(খ) **অনুদানের জন্য বাছাই কমিটিঃ** তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি সদস্য এবং যুগ্মসচিব/উপ-সচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন।

৮. অনুদান বরাদ্দের বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কাজের সুবিধার্থে অনুদান কমিটি কমিটিভুক্ত একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে একটি অনুদান উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। অনুদান কমিটির সভাপতির অনুমোদন/নির্দেশক্রমে উপ-কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্ব পরিচালিত হবে।

৯. বাছাই কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অনুদান কমিটি অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০. গল্প/চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে।

১১. বাছাই কমিটির বিবেচনায় কোন বছরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রস্তাব/চিত্রনাট্য মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সে বছরের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার সুপারিশ করবে।

অনুদান প্রদানের জন্য বিচার্য বিষয়সমূহ :

১২. অনুদান বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ বাছাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) নির্মাতা/পরিচালকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রস্তাবকারী পরিচালকের পূর্ব নির্মিত একটি চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চলচ্চিত্রে তার ভূমিকা বিবেচনা করে অনুদান প্রদান কমিটি পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে;

(খ) বিষয়বস্তু, সংলাপ ও চিত্রনাট্য;

(গ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত শিল্পী-কলাকুশলীর মান ও অভিজ্ঞতা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা;

(চ) নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

(ছ) চূড়ান্ত অনুদান প্রদানের পূর্বে চলচ্চিত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মুল কমিটি কর্তৃক বা মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটি প্রযোজকের/পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সামগ্রিক যোগ্যতাসহ অন্যান্য বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের স্থিতি :

১৩. অনুদানে নির্মিত প্রতিটি চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ২(দুই) ঘন্টার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে সময়সীমা পুন:নির্ধারণ করা যাবে।

অনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি :

১৪. অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্তে অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ (১ম কিস্তি) প্রদান করা হবে। অনধিক ৩ মাসের মধ্যে ছবির কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ চিত্রায়নের পর অনুদান কমিটি কর্তৃক চিত্রায়িত অংশ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো অনূর্ধ্ব শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের ২য় কিস্তিতে আরো অনূর্ধ্ব শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বৃদ্ধি করা যাবে।

১৫. ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে হার্ডডিস্ক/ডিভিডি ফরম্যাটে একটি কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া:

১৬. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং ছবি নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহবান করে প্রতি বছর সাধারণভাবে জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

১৭. প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রস্তাবক/প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণ নাম, ঠিকানা (স্থায়ী ও বর্তমান), টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

১৮. প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র ও আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে।

১৯. পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পর্টের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের বাজেট বিভাজন দাখিল করতে হবে।

২০. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং নির্মাণের সঠিক কর্ম-পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির **১২(বার)** কপি করে জমা দিতে হবে।

২১. দেশী গল্প/কাহিনীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশী গল্প বা কাহিনীর ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে;

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শর্ত:

২২. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে সরকার উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

২৩. কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোন বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২৪. অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে- এ মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রযোজ্য স্ট্যাম্প পেপারে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৫. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত ছবির নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে ঐ ছবির সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করে নিজের অধিকারে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অংশ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। অথবা যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোন প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত ছবির নির্মাণ যথাসময়ে শুরু না করেন তাহলে অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ তিনি সরকারি কোষাগারে **প্রচলিত সুদসহ** চালান মারফত ফেরত দিবেন। তিনি অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অনুদানের অর্থ আদায়যোগ্য হবে।

২৬. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।

২৭. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

২৮. সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে শ্যুট (Shoot) করে নির্মাণ করা যাবে। তবে দেশের অধিকাংশ জনগণের দেখার সুবিধার্থে ফরমেট পরিবর্তন করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে সেন্সরের জন্য ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য ৩৫ মি: মি:/**ডিভিডি** ফরমেটে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের সুবিধার্থে ৩৫ মি: মি:/**ডিভিডি** ফিল্ম ফরমেটে চলচ্চিত্র সরবরাহ করতে হবে।

২৯. সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে।

৩০. সরকারি অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজক সরকারি অনুমতি নিয়ে সহযোগী প্রযোজক নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনোভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরো শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলি প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

৩১. একই প্রযোজক/পরিচালককে সাধারণত: দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ০৪ (চার) বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।

৩২. কোনো প্রযোজক পর পর ০২ (দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৩৩. ইতোপূর্বে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত যে সকল চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি, সে সকল চলচ্চিত্র এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

(মরতুজা আহমদ)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার